প্রাণের হিসাব।

—০:০—

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীউদয় চাঁদ রায় বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

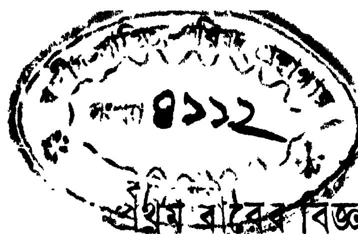
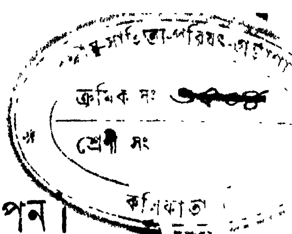
৫নং, অক্রূর দত্ত লেন—ষ্টাণ্ডার্ড প্রেসে

শ্রীনবীন চন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩২১ সাল।

[মূল্য ।৷০ মাত্র।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

আমার পূর্ব্বের অনেকগুলি অশুদ্ধ মুদ্রণ-কালীন সংশোধন করা সত্ত্বেও খদ্যোতমালার ন্যায় ঝুপের আড়াল থেকে ভ্রান্তিমূলকই হউক বা "ইন্দ্রিয়ের অগোচর ক্রিয়া"র দরুনই হউক, আরও কতকগুলি ভ্রম দেখা দিয়াছে, সে জন্য বড়ই লজ্জিত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাহার সন্নিবেশ করা গেল। দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করাও হইয়াছে। মধ্য-ইংরেজী ও মধ্য-বাঙ্গালা স্কুলের শ্রেণীবিশেষের পাঠোপযোগী করিতে গিয়া আমার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই।

আমার পূর্ব্ব পরিচিত কাব্য-কানন-বিহারী প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দেবশর্ম্মা মহোদয়ের প্রাণের হিসাবে আমার "প্রাণের হিসাব" দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে

না পারিয়া, বহিখানি প্রেস্ হইতে বাহির করিতে প্রতীক্ষা করিতে পারিলাম না। বলা আবশ্যক যে শ্রদ্ধাস্পদ জনৈক বন্ধুর মতে ঃ—

"জড় জগতের, যথা তাড়িত ক্রিয়ার সংমিলন হয় সমগুণে"

এই বাক্যের অর্থ অপরিস্ফুট থাকায় ব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে বাধ্য হইলাম। তাড়িত ক্রিয়ার সমগুণে সংমিলন বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া যদিও স্থূলতঃ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "সমগুণ" শব্দের দ্বারা তাড়িতের দ্বিধা প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। সংযোজক ও বিযোজক (Positive and Nagative) তাড়িত ক্রিয়ার সংমিলন প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিলন অবস্থার নির্দ্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। ইতি—

ভাদ্র, সন ১৩২১ সাল। | বিনত—
শ্রীউদয় চাঁদ রায়।

সূচীপত্র।

—:০:—

১ম খণ্ড।

বিষয়। ... পৃষ্ঠা।

তটিনী ১-৩১

২য় খণ্ড।

১। আমার ছবি ১-৩

২। আমার ভাষা ৪

৩। আমার বাসনা ৫-৬

৪। আমার গীত ৭

৫। আমার মন ৮-১৪

৬। আমার প্রেম ১৪-১৮

৭। আমার আত্মা ১৯-২০

৮। আত্মার জন্ম ২০-২২

৯। আত্মার পরিণতি ২৩-২৫

১০। বল কি দিবে আমায়? ২৬-২৯

১১। ইন্দ্রজাল ২৯-৩৪

১২। অধর ৩৫-৩৬

১৩। ঐহিক আশা ৩৭

১৪। সুরমা (১ম স্তর) ৩৮-৩৯

১৫। সুরমা (২য় স্তর) ৪০-৪২

———

শুদ্ধাশুদ্ধ।

—:০:—

১ম খণ্ড।

পৃষ্ঠা		পংক্তি		সংশোধন
৩	পৃষ্ঠা	৩	পংক্তির	তোমায় শব্দের পর "," চিহ্ন উঠিয়া যাইবে।
৫	,,	১৫	,,	"॥" উঠিয়া "।" হইবে।
৬	,,	১২	,,	"এ সকল" শব্দের পরে "?" চিহ্ন বসিবে।
৮	,,	৪	,,	"গতি" শব্দের পরে "?" চিহ্ন বসিবে।
৮	,,	৫	,,	"সংসার, তপস্বী" স্থলে "সংসার-তপস্বী" হইবে।
৮	,,	৭	,,	"মাথা" শব্দের পর ";" চিহ্ন হইবে।
১০	,,	২	,,	"সুধা" শব্দের পর "," বসিবে।
১০	,,	১২	,,	"দ্বারে" শব্দের পর "," বসিবে।
১১	,,	৯	,,	বিপণি" শব্দের পর "," হইবে।
১১	,,	১২	,,	"এসেছিনু" শব্দের পর "।" হইবে।
১৪	,,	৪	,,	"কলুষ বাণী" স্থলে "কলুষ-বাণী" হইবে।
১৬	,,	১৬	,,	লাইন উঠিয়া যাইবে।

১৭	পৃষ্ঠা	১১	পংক্তি	"বিষয় কালিমা" স্থলে "বিষয়-কালিমা" হইবে।
১৮	,,	১৫	,,	"আভা" শব্দের পর "," উঠিয়া "হৃদয়" শব্দের পর "," হইবে।
১৮	,,	১৬	,,	"গা" শব্দের পর "," উঠিয়া যাইবে।
১৯	,,	৩	,,	"একার ছবি" স্থলে "এ কার ছবি" হইবে।
১৯	,,	৫	,,	"করে" শব্দের পর "।" উঠিয়া "?" চিহ্ন হইবে।
১৯	,,	৭	,,	"মোরে" শব্দের পর "?" চিহ্ন হইবে।
১৯	,,	৮	,,	"বুঝিলাম, তটিনী তোমার" স্থলে, "বুঝিলাম তটিনি! তোমায়," হইবে।
১৯	,,	৯	,,	"ব'লে" স্থলে "বলে" হইবে।
১৯	,,	১১	,,	"মূলধন" শব্দের পর "," উঠিয়া "।" হইবে।
১৯	,,	১৩	,,	"জন্ম জন্মান্তর তত্ত্ব" স্থলে "জন্ম-জন্মান্তর-তত্ত্ব" হইবে।

২০ পৃষ্ঠা	৪ পংক্তি		"ভুলন," শব্দের পর "," উঠিয়া "?" চিহ্ন হইবে।
২০	,,	৬ ,,	"তারা স্থলে "উভে" পদ হইবে ও কমা উঠিয়া "।" বসিবে।
২০	,,	৬ ,,	"পুত্র কন্যা" শব্দদ্বয়ের পর "—" চিহ্ন হইবে।
২১	,,	১ ,,	"মার" শব্দের পর "," উঠিয়া "?" হইবে।
২২	,,	৫ ,,	"পিতা" শব্দের পর "," বসিবে।
২২	,,	১২ ,,	"মানব প্রকৃতি" স্থলে "মানব-প্রকৃতি" হইবে
২৩	,,	১৬ ,,	"কাম, কামনায়" স্থলে "কাম কামনায়" হইবে।
২৩	,,	১৬ ,,	"হ'য়ে" স্থলে "রয়ে" হইবে।
২৬	,,	১৬ ,,	"তরঙ্গিনি" শব্দের পর "?" চিহ্ন উঠিয়া "!" চিহ্ন বসিবে।
২৭	,,	১৩ ,,	"ক'রে" শব্দ স্থানে "করে" হইবে।
২৮	,,	১২ ,,	"প'শে" স্থানে "পশি" হইবে।

২৮ পৃষ্ঠা	১৪ পংক্তি		"কাম" শব্দের পর "," উঠিয়া যাইবে।
২৯ ,,	৯	,,	"ভেলা" শব্দের পর "," উঠিয়া যাইবে।
২৯ ,,	৯	,,	পত্নীরূপার পর "!" উঠিয়া "?" চিহ্ন হইবে।
২৯ ,,	১২	,,	"পত্নি" স্থলে 'পত্নী" হইবে।

২য় খণ্ড।

১ পৃষ্ঠা	৬ পংক্তি		"আভা" শব্দের পর "," উঠিয়া যাইবে।
১ ,,	৯	,,	"শচিপতি" স্থলে, "শচীপতি" হইবে।
১৩ ,,	৫	,,	"আছে" শব্দের পর "," উঠিয়া "সত্ত্ব" শব্দের পর "," হইবে। ও রজঃ শব্দের পর '," চিহ্ন বসিবে।

১৩ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তি "মরুৎগতি কামনা রথে" স্থলে, "মরুতগতি-কামনা-রথে" হইবে।

১৬ ,, ২ ,, 'মানব হৃদয়ে" স্থলে "মানবহৃদয়ে" হইবে।

১৯ ,, ৯ ,, "তোমার "শব্দের পর "," উঠিয়া যাইবে।

২০ ,, ২ , "জিনীতে" স্থলে "জিনিতে" হইবে।

২৪ ,, ১১ ,, "জানি" স্থলে "জানিনু", "তোমার" স্থলে "তুমি" ও "বিনির্মুক্ত জন্ম, জরা" স্থলে, "বিনির্মুক্তজন্মজরা" পদ হইবে।

২৫ ,, ৮ ,, "স্থুল" স্থলে "স্থূল" হইবে।

২৮ ,, ৩ ,, "শোক প্রাণ" স্থলে "শোক-প্রাণ" হইবে।

৩১ ,, ১ ,, "ঐহক আশা" স্থলে "ঐহিক আশা" হইবে।

৩৯ ,, ৭ , 'তোমা" স্থলে "তোমার' হইবে।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পংক্তি।	পৃষ্ঠা।
শশিকর	স শশাঙ্ক	৭	১
মুরতি	মূরতি	৬	২
আবিস্কার	আবিষ্কার	১২	১২
শশিকর	শশধর	৩	৪২
ইচ্চা	ইচ্ছা	৮	১৩

বিজ্ঞাপন

—:০:—

বহু চেষ্টায় "প্রাণের হিসাব" প্রথম খণ্ড পাঠক সমীপে উপস্থিত করিলাম, সাদরে গৃহীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কাব্য কাননে প্রবেশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া দ্বার খুলিয়া দেন তবে আশা করি

গাঁথিব নূতন মালা,
চয়ন করিয়া নিতি নিতি।
সমর্পিব উপহার,
উদ্যানের ঘুরি চারি ভিতি॥

কিন্তু।

মন্দঃকবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিববামনঃ॥

কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস যখন এই ভাবিয়া ছিলেন তখন পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন আমার প্রয়াস কতদূর হেয়।

বিনীত—
শ্রীউদয়চাঁদ রায়।


ক্রমিক সং
সং
কলিকাতা

উৎসর্গ।

বন্ধুবর !

দেখিয়াছি লিখা তব প্রাণের হিসাব
ক্ষুদ্র এক পুস্তিকায় গাথা।
এবে লও ভিন্ন প্রাণ প্রাণের হিসাব
হ'ক্ দুয়ে একতানে গাথা ॥

শৈশবে ছিলাম ছিলে তুমি,
নাহি জানিতাম, জানিতেনা;
জীবনের স্রোত কোথা যাবে
এবে পথে চলিছি আপনা ॥

এবে পথে চলেছ আপনা
যাও চলি যথা ইচ্ছা ভাই।
প্রাণের হিসাব টুক্ কিন্তু
দিয়ে নিয়ে রাখিও সদাই ॥

শৈশবে—

শৈশবে ছিলাম কিনা আমি,
দেহ, মন, প্রাণ।
শৈশবের অতীত কাহিনী,
ক্রীড়া জ্ঞান ধ্যান ॥

কে বলিবে, কে বলিবে কবে
আত্মা আর দেহ।
ভিন্ন দুয়ে উপলব্ধি করি,
ভেঙ্গে ছিল মোহ ॥

তাই বন্ধুবর শৈশবের
ক্রীড়া ভুলে গেছি।
ভাবনা স্রোতের চিহ্ন নাই।
সব গেছে মুছি ॥

কেমনে বলিব তবে আমি
কি পার্থক্য ছিল।
তোমায়, আমায় শৈশবেতে
আজি যা জাগিল ॥

আজি দুয়ে বুঝে যে চলেছি
কার কিবা চিন্তা।
আত্মার ভাবনা যে সকল
হৃদয়ের গাথা ॥

এবে যাহা তুমি যাহা আমি
বুঝি লইয়াছি।
প্রাণের হিসাব দিতে তাই
ভার টুকু নিছি ॥



তটিনী ।

—ঃ-ঃ—

"তটশালিনী সুন্দর যমুনে"

আজিকার তরে তোমারই ক্রোড়ে
শান্তি সুখরাশি লভিনু ।
ভুলিয়াছি আজি হৃদয়ের জ্বালা
তোমার ও ছবি দেখিনু ॥

পবিত্র নির্ম্মল শান্তির আকর
হৃদয়ের জ্যোতি ভাসিছে ।
তোমার এ কায়া শৈশবের ছায়া
পরাণ শীতল করিছে ॥

কল্ কল্ কল্ গাও গীতি শুনি
খল্ খল্ খল্ হাস তরঙ্গিণী ।
আর যত আছে খেলা তব
নেও সঙ্গে উভয়ে গাইব ॥

আহা, হারায়েছি এবে সুখের সেদিন
সে দিন, যে দিন খেলিত হৃদয়ে প্রেম,
আনন্দের উৎস, তটিনি ! তোমারই
মত ; তোমারই মত খেলিতাম করি
কল্, কল্, হাসিতাম করি খল্ খল্
কি লাগি কি ভাবে, ছিলনা হৃদয়ে কভু
একটুকু সংসারের বিষম কালিমা রেখা।
গাইতাম গীতি আপনার ভাবে সদা
আপনি বিভোর। মোহন মূরতি তব
তাই জাগায়েছে আজি মোর শৈশবের
অতীত কাহিনী, চল গহন কান্তারে
পশি, দুহে মিলি গাইব গীতিকা রম্য
বলিব প্রাণের কথা, সংসার রহস্য,
আভাষ পাওনি যার, নিয়ত থাকিয়ে
তুমি আপনার ভাবে, আপনি মগন ॥
জানিছনা, কি যে কি সংসার পারাবার,

আমি যার প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ লইয়াছি ॥
এস তবে যাই বিজন বিপিনে
বলিব প্রাণের কথা ; কিন্তু শুন অয়ি
স্রোতস্বতি ! তুমি কি বলিবে আত্মকথা ?
কি লাগি কি ভাবে চলিছ আপনা ;
কার তরে ভ্রম, কে তোমার সখা, সাথী
কেন তুমি সংসারের সুদূর প্রান্তরে বসি
আছ নিশি দিন বিরলে, প্রচার করি
কার কি কাহিনী, কার কি মহিমা সতি ?
তুমি নাকি পর্ব্বত দুহিতা, উপদেশ
লভিয়াছ বুঝিতার বলিবে কিতবে
আত্মকথা এসকল ! সত্য করে বল
তুমি, সন্দেহ বাজিছে মনে পিছে তুমি
হাসি চলে যাও অবহেলি সংসারের
ক্ষুদ্রপ্রাণী ভাবি ; কি কথা বলিব তার ঠাঁই
প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্য খুলি ।

চলে যাও কেন ? এইত স্বভাব মানবের
সন্দেহাত্মা, অবিশ্বাস ভাব হৃদয়ের
অলঙ্কার, কার্য্য যার নিয়ত কুটিল,
তাই দিয়ে প্রতিরূপ ছায়া আপনার
গড়ে নিখিল প্রকৃতি, সে জানেনা তব
দেহ অতি নিরমল, প্লাবিত করিয়া
দশ দিক পবিত্র করিছে ভূমণ্ডল।
অবারিত গতি তব, যদি বাধা পাও
কোথা, সে তোমায় পিতৃপদে যার তরে
ভ্রম নিশি দিন, আর যত বিঘ্ন বাধা
পদে ঠেলি রাখ সদা রাখিতে বজায়
স্বীয় গতি, কিন্তু যে মানব গতি রুদ্ধ
পাকে পাকে, পারে কি লঙ্ঘিতে তাহা কভূ
ষড় রিপুচয় ? সদা ভাসাইয়া নেয়
কোথা, বিবেকের অঙ্কুশ বিহনে।
তটিনি ! সংসারের ভীষণ বারতা

কি বলিব, কি বলিব, কেমন মানব
কার কি প্রকৃতি, অনেকধা প্রাণী তায়।
কার কথা বলিতবে, সংসার বৈরাগী
যতি কিম্বা যারা সংসারে বৈরাগী নাম
ধরে, সংসার, তপস্বী, অগ্নিজল যথা
একাধারে বর্ত্তমান, তাপে জল, জলে তাপ।
তাদের জীবনী প্রহেলিকা মাখা
অথবা যাদের সদা সংসারের লিপ্সা
গ্রাসিয়াছে অনুলোম, ঢাকিয়াছে হৃদি
ঘোর কালিমায়, আকাশের স্বচ্ছজ্যোতি
যথা মেঘে ঢাকা, কিম্বা যথা হিমাংশুর
অমিয় কিরণ, কুমুদিনী ফুল্ল আভা
লয় অমানিশা গ্রাসি, গ্রাসি লয় যথা
শীত ঋতু পশি যবে স্বীয় বীর দর্পে
মধুময় বসন্তের বিকশিত শোভা,
কোকিলের গান, ভ্রমর গুঞ্জন আদি

যাহা কিছু প্রকৃতির মোহন মূরতি
হাসি গান, ঢালি দেয় যাহা শান্তিবারি
তাপিত ভুবন'পরে, ভুধর আকাশ
একসূত্রে গাথি, ধরি অপরূপ রূপ।
কার কথা বলি আগে, সংসার বৈরাগী
যতি যারা? ছিল যারা সংসারের কীট
এবে দাঁড়াইয়া সংসারের এক প্রান্তে
বিস্ময় মানিছে শশঙ্কিতে যেন পুনঃ
আসি, যাহা কিছু সংসারের, সংসারের
যাহা পুনঃ আসি সন্তপ্ত করিতে চায়।
তাই নিরবিলি তবপাশে, কিম্বা তব
পর্ব্বত গুহায় বসে আছে, পাশরিছে
পূর্ব্বস্মৃতি মিলাইয়া তার প্রেমরাগ
তোমার রাগিণী সনে, লভিছে তোমার
ভাব নির্ম্মল সরল, ভ্রান্তি দূর করি,
ধ্বান্ত অজ্ঞানের, পশিছে সুরম্য দেশে

যথা নাই "কালের কুটিলগতি" পাপ
তাপভয়, বিষয়ের বিষমাখা সুধা
দুঃখ শোক আদি যাহা কিছু, সুখেরই
সহচর তারা, রোগ তার অন্যতম
ভ্রাতা, কর্ম্মতার প্রসূতি প্রধান।
তটিনি! এই যে সন্ন্যাসী এবে বিষয়
নিস্পৃহ সেই সে বলিবে সব কথা
ভুক্তভোগী জন, সেই সে বলিবে কি যে
কি সংসার, কি লাগিয়ে এবে সংসারের
ত্যজি সব আশা, পশিছে বিজন বনে।
ছেড়ে দেও মোরে যাই আমি সংসারের
দ্বারে যথা আবরিয়া পথ রাখিলেন
বুঝি সংসার বন্ধন যার তরে।
তটিনি! তুমি না আশ্বাসি মোরে বলিবে
বলিয়া রহস্য তোমার রাখিছিলে, কি
লাগিয়ে এবে দ্রুতবেগে ক্ষুব্ধ মনে

আপনার পথে চলিলে বিকৃতি দেখি
কি মোর হৃদয়ের ভাব সংসারের পানে
ধাবিত ? কি করিবে "যত দিন ভবে না
হবে না হবে আমার অবস্থা তোমার সম"
যত দিন মুছেনা লয়েছি দাগ
আজন্ম ভরিয়া যাহা স্তরে স্তরে লাগি
ঢাকিয়া রেখেছে পবিত্র নির্ম্মল ভাব
যাহা নিয়া জন্মিনু সংসারে, পুঞ্জি যাহা
দিয়া ছিল বিধি, চালাইনু সংসার বিপণি
যাহা লই কিনিয়াছি রত্ন দিয়া কাচ
হারাইনু মূলধন, এবে যাহা আছে
তাই নিয়ে তোমারই কাছে এসেছিনু
দেখিতব সুরম্য প্রকৃতি মোহিছিল
মন, জাগিছিল শৈশবের ছায়া
কিন্তু কি করিবে, যদি পুনঃ মুহূর্ত্তের তরে
পাশরি তোমার ধ্বনি, জেগেছিল হৃদে

মুখ খানি প্রিয়তমা ছবি, তাই বলি,
দীক্ষা তুমি দেও স্বীয় মন্ত্রে, মানিলাম
গুরু, বিশ্রাম লভিব তব পদে আজি
হতে, আর বলিব না পূর্ণ বিভীষিকা
আখ্যায়িকা সংসারের দেবি ! মায়া-
মরীচিকা ভুলাইয়া নেয় দীপ শিখা দেখি
পতঙ্গ যেমতি ধায়, কি আশ্চর্য্য !
জ্ঞান চক্ষু থাকিতে মানব, বিবেকের
চক্ষু দুটী রাখি, ভ্রমে সদা ভ্রান্ত চেতঃ
প্রায় ? অবশ্য সংসার সৃষ্ট জীব তরে
কিন্তু দেখি ! তুমিওত সংসারের কই
বিকার হয়েছে তব কভু, ভুলিয়াছ কিবা
সাধিতে তোমার কার্য্য কভু থাকি
নিরপেক্ষ ? কেন মানবের জন্মান্তর
পরিনাম এই, হিংসা দ্বেষ কেন সদা
আসি কলুষিত করে মন, কেন তারা

তোমারই মত আপনার ব্রত সাধিতে
পুণ্য পথে থাকি স্বীয় কার্য্য না করে
সাধন, কেন মিছা বাড়ায় জঞ্জাল
কণ্টকিত করে আপনার পথ, ছাড়ি
সরলতা, মুখে দিয়ে ছাই তার, লয়
কপটতা বুকে, বাধে তায় সুদৃঢ়
বাঁধনি দিয়ে, সেবি অনুক্ষণ প্রীতির
মোহন বেশে, তুষিছে বিবিধ রঙ্গে
কাম কল্পনায়, কাঁদাইয়ে সরলতা
পত্নী তার, নাই তার বাহ্য আড়ম্বর,
আহা ! বুক খুলি দেখাইছে সদা তার
আত্মভাব পবিত্র নির্ম্মল, কভু
জানেনা সাজাতে আভরণে আত্ম দেহ।
সরলতে, রমে ! দরিদ্রের মেয়ে তুমি
জানি পরিজনে সবে তোমায় তুষিয়ে
রাখিয়াছে আপন কুটীরে, সমাদরে

থাক তুমি চিরকাল গেহে তার বামে !
সুখে, সেইত তোমারি রাজ্য, পশেনি
যথায় জগতের কোলাহল, দাম্ভিকতা
বৃথা অহঙ্কার, পাপের কলুষ বাণী ;
যথা নিত্য সত্যের ঘোষণা, মিথ্যার
আবেশ নাই কভু, নিয়ত প্রহরী
দ্বারে সংযম ভীষণ, যার ছায়া দেখি
পলায় সুদূরে অসত্যের অনুচর
পাপ, সে তোমার রাজ্য, পশেনি যথায়
প্রলোভন, মানবের চির শত্রু, যাহা
টেনে নিয়ে যায় দূরে, মানব প্রকৃতি
অঙ্কুশ বিহীন, ছিন্ন করি বিবেকের.
সুকোমল কর। তুমি না সদাই শশঙ্কিত
পাছে কপটতা সপত্নী তোমার, যার
গঞ্জনায় লুকায়ে রয়েছ, মায়ার
কুহকে ফেলি, ভুলাইয়া নেয়, বিস্তার

করিতে রাজ্য তার ; কিন্তু সরলতে
হয় কি কখন তব হৃদয় বিকল ?
ঐ, ঐ না তটিনী, মিসে যাও তার সনে;
সরলতে ! তোমারই মত সরলতা
অলঙ্কার তার, সেও ভাল বাসে যাহা
তুমি, সেও চায়, যাহা তুমি চাও ;
দুয়ে মিলি, প্রকৃতি প্রকৃতি সনে, ভাবে ভাব,
রাগে রাগ মিশাইয়া লও, কি কাজ
আমায় বাঁধি; তটিনী বুঝে না মানবের
রীতি নীতি, তুমিও ত সংসারের পাশে
দাঁড়াইয়া, ভুক্তভোগী, সংসারের দায়
তুমিও ত পরিহার করি থাকিবার
অভিলাষ, কেন তব এ হেন প্রকৃতি
বলগে তাঁহার ঠাঁই, সকরুণ স্বরে
ভাঙ্গি দেও সংসার রহস্য, অনুমাত্র
না করি গোপন, দেও মানবের

মুখে ছাই, কুটিলতা সহচর যার, বল
গিয়ে, তটিনীর কাছে, লয়ে তব বার্ত্তা
ঘোষণা করিবে দেশে দেশে অবিরাম;
সে নয় তোমার মত রুদ্ধ, সংসারের
এক কোণে, যেন জড়সড় বিততেজ
কুরঙ্গিনী প্রায়, যবে গতিরুদ্ধ, তীক্ষ্ণ
বাণ পশিয়ে হৃদয়ে, ব্যাধের তুণীর
হ'তে! যাও তুমি বল গিয়ে তটিনীর
কাছে, তোমার সংসার বার্ত্তা, দ্রুতগতি
তাঁর, ঘোষণা করিবে দেশে দেশে,
বাধা বিঘ্ন মানিবেনা কভু; লঙ্ঘি শৈলশ্রেণী,
শিলাশ্রেণী, উত্তরিয়া বহু পারাবার
ঘোষিবে সে দেশে দেশে, পারে সে মুহূর্ত্তে
চূর্ণ করিতে ভূধর, সে বলিবে তব
সেই শোকের বারতা, মানবের কাণে কাণে
যদি লজ্জা ধরে সব মনুজ সন্তান

যদি লজ্জা ধরে সব মনুজ সন্তান,
নিশ্চয় জানিবে সরলতে ! যন্ত্রণায়
আর কাঁদিতে হবেনা তব কভু ;
বিস্তৃত হইবে তব রাজ্য, অনুগামী
যবে হইবে তোমার সবে, থাকিবেনা
আর এক কোণে বসি, লজ্জাশীলা,
যাও তুমি তটিনীর পাশে, এ মন্ত্রণা ভাল,
কাজ নাই অভিমানে, এস যাই মিলে
দুয়ে তটীনীর ঠাঁই ; তোমার আমার
একই বারতা, কিন্তু সরলতে ! মোর
চিদাকাশ, বিষয় কালিমা মাখা, তাই
জল বুদ্‌বুদের প্রায় ভাবের আবেশ
সদা ক্ষণস্থায়ী, যথা ক্ষণপ্রভা জাগে
আকাশের গায় উজলিয়া, তাই ভয়
হয় মনে পাছে, আবার জাগিয়া উঠে
ঢেউ, তাই দেখি তটিনী পলায়, এস,
তোমায় করিব আমি হৃদয়ের বল

ভাঙ্গিবেনা কভু সুখের স্বপন এই।
সরলতে! তুমি যার সাথী সে কি কভু
ভুলে বৃথা পিপাসায়? এস তবে যাই,
দুর্ব্বলের বল, বলের সম্বল তব
বল, তুমি যার ভয় কি তাহার আছে
ক্লিষ্ট হইবার, পীড়িত ব্যাধিত কভূ
সংসারের দায়ে, উপেক্ষিয়া হিংসা দ্বেষ
যা কিছু পাশব বৃত্তিচয়, চালাইব
তরী, বিদারি সংসার-পারাবার, লক্ষ্য
স্থির করি, উতরিব লক্ষ লক্ষ দেশ।
এস যাই তটিনীর ঠাঁই; কল্, কল্, কল্,
কোথা যাই? এই যে তটিনী, বল, কার
তরে পশিল হৃদয়ে এ হেন ভ্রান্তির
আবেশ? বসি তীরে, ধীরে ধীরে
নীরের রজত আভা, চিত্রিনু হৃদয়ে
ঢালি দিনু গা, তটিনীর সৈকত উপরে,

লভিনু শান্তির বারি, আঁকিনু হৃদয়ে
তটিনীর মনোমুগ্ধকর ছবি, সহসা
একার ছবি, অতি নিরমল, পশিয়া
মুহূর্ত্ত তরে মোহি ছিল মন মোর
হৃদয় আকুল করে। তুমি না সরলে
স্বরূপ ঢালিয়ে আবরিলে তটিনীর
প্রতিমূর্ত্তি খানি, কি শিখায়ে দিলে মোরে।
বুঝিলাম, তটিনী তোমার কি যে ভাব
জন্মাইলে হৃদে, ব'লে দিলে বুঝি আজ
পাথেয় রাখিও, হৃদয়ের অন্তরালে
সরলতা মূলধন, হৃদেধরি বল
যা আমার, চলে যাও গন্তব্যের পথে
ঈশ সন্নিধানে, জন্ম জন্মান্তর তত্ত্ব
এই, গুরু সেবা করিবে যতনে, যথা
সেবি আমি অনুক্ষণ পিতার চরণ
হিমালয়, পিতৃসেবা করিবে যতনে।

বৃক্ষহতে ফল পড়ে, ঝরে পুষ্প পত্র
যায় মিশে ধূলি সনে প্রলয়ের স্রোতে
কে করে গনণা তার, এ হেন নহে কি
পিতা আর পুত্রের তুলনা, পিতামাতা
সংসারের বীজ, বৃক্ষরূপে একীভূত
তারা, পুত্র কন্যা কেহ ফল, কেহ
পুষ্প, কেহ পত্র, উপজাত হয় নানারূপে।
সুফল কুফল দুই আছে, অনেকধা
পুষ্প, সুগন্ধী, দুর্গন্ধী, স্বল্পরূপী,
কুরূপ, সুরূপ ; নিশ্চয় জানিবে কেহ
ঈশ পদে উপহার, কেহ যায় ধূলী
সনে মিশি, মরুভূমি' পরে, কিম্বা
ঘোর অরণ্য মাঝারে। বুঝিলাম সবকথা।
কিন্তু হায়, তটিনি! আমার হ'ল কই
অবসর, বহুদিন দূর দেশে থাকি
সেথা করিয়াছি রাজসেবা, সে রাজ্যের

রাজত্ব বিস্তর, তাই জানি পশিনু এ
দেশে, জানি নাই আমি, এ রাজ্যের তরে
হবে অপযশ। লক্ষ্য বিধ্য না হইল
মোর। এবে মিলে তব সনে ঘুরিব সুদূর,
সাধিতে তোমার প্রীতি কার্য্য, সবে দেখি
হবে মুগ্ধ; নেও তবে তটিনী আমায়
তোমার বক্ষের'পরে, যাই তথা যথা
নাই কোলাহল সংসারের, সদা যাহা
জন্মায় বিকার প্রাণে, লক্ষ্য হতে দূরে
টানি নেয়। এসগো প্রকৃতি দেবি! এস
একবার, দেখে যাও সংসারের ক্রীড়া-
রঙ্গভূমি, দেখিবে চিত্রিত সংখ্যাতীত
রঙের আভায়, স্তব্ধীভূত হবে দেখি,
এস তবে এস, দেখি গিয়ে কি বিষম
বিষয়ের মূর্ত্তি। কোন পিতা পুত্র ত্যজে
বিষয়ের বিষয়ের তরে, বলিব কি

আর, বিষয়ের দায়ে ভাঙ্গে হৃদয়ের প্রেম,
দেয় ছাই কুলে, জলাঞ্জলি দেয় কুল
মান; মিত্রদ্রোহী, আত্মঘাতী, নরহত্যা,
এ সব সদাই জগতের বিভীষিকা।
কোথা পত্নী পতি বধে, কোথা পুত্র পিতা
নহে কি এসব, দুরাশয় হৃদয়ের ?
বল স্রোতস্বতি! বলগো আমায় কেন
আমি মানবের দোষের কাহিনী কেন
বলি আজি ? শিলা কি কখন ভাসে জলে ?
প্রতি ঘাতে আলোড়িত করে জল রাশি
অবশেষে মিলে যায় সুদূর জীবনে!
সেইরূপ ভাবাবেশে মানব প্রকৃতি
করে আলোড়িত, যদি জাগে প্রাণে
সংসারের জ্বালা, ঢেউ উঠে হৃদিমাঝে
জাগাইয়া দেয় পূর্ব্ব কথা মুহুর্মুহুঃ,
জ্বলে প্রাণে দুঃখের কাহিনী, গাথি সব

একস্থতে। অনেক সহেছি প্রাণে কিন্তু
তরঙ্গিণি! হেন লয় মনে তোমারই মত
আছে সংসারের ছায়া এক, যার
ছায়া, করিছে শীতল মানবের দগ্ধ
প্রাণ, জীবনের স্রোতে সেই সে যে সাথী ;
সে যে ধর্ম্ম, সে যে কর্ম্ম, সে যে দুঃখতাপে
দেয় ঢালি পীযূষের ধারা, তানাহলে
জীব পারিতনা কভু সহিতে বিষম জালা।
আহা! সে সুখ আমার প্রাণে নাই ;
কালকুট পশিয়ে হৃদয়ে দিছে যে গো
করিয়ে পাষাণ, তাই বুঝি ভুলে গিয়ে
সাধিতে সাধনা হায়! সাধে সাধে দিয়ে
গাও ঢালি, হ'য়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট দেহতরী
ভাসায়ে অকূলে, পাশরি আপনা, আশু
সুখে দিনু মন ঢালি, যাক্ প্রাণ যাক্ মান্,
যাক্ ধর্ম্মজ্ঞান, কাম, কামনায় হ'য়ে

বশীভূত ; এ যে পতঙ্গের মতি প্রায়,
ধায় যবে দীপ-শিখা দেখি, অমনি সে
পুড়ে মরে, কভু বিকলাঙ্গ ; কেন তবে
ক্ষণিক সুখের তরে, দেয় চির সুখে
জলাঞ্জলি, ভাবেনা যে ভবে, নিত্য সুখ
শান্তির কুটীর, যাহা, যদিও কণ্টক
পূর্ণ, নিয়ে যায় গন্তব্যের পথে ; নয়
এ যে অনিত্য প্রেমের ধারা, মদিরার
ন্যায় মাতাইয়া দেহগ্রন্থি, জন্মাইয়া
অলিক ভাবনা, সহসা জন্মায় অবসাদ,
পিপাসা জ্বালায় হৃদে পুনঃ, পুনঃ সুখ
পুনঃ অবসাদ ! হায় হায় ! ভঙ্গুর প্রেমের
কোথা পরিণাম ভাবেনা যে কেহ ! পারে
কি জন্মাতে চির সুখ ? ভ্রান্ত নর, তাই
ত্যজি পন্থা মহাজনো যেন গতঃ চলে
কণ্টকিত পথে ; অতি সুক্ষ্ম চিহ্ন মাত্র

করেছে কুজন। এস গো কল্পনা দেবি!
ধরি তব পায়, মুছেনেও হৃদয়ের কালী
নির্ধৌত করিয়া গঙ্গা জলে, তরঙ্গিনী
সাথে মিশে নেও ভাবনার স্রোত। যদি
পাই দিন কল্পনেগো! করিব তোমার
প্রিয় কার্য্য, অট্টালিকা শূন্য মার্গে এতগো
তোমার কুসন্তান, কিন্তু দেবি! বুঝি
আছে তব সুরম্য বিধান, যাহা করি
হৃদয়ের বল, জপ, তপ, ধ্যান, জ্ঞান,
অনুসরি অনুদিন, গন্তব্য পথের
পরিচয় সহসা জন্মায়, তাই আমি
সেবি তোমা অনুক্ষণ, উত্তরিব সিন্ধু
তীর। সংকল্প করিয়া তব সাথি যেবা
লয়, জয় তার পরিনাম ফল ভবে।

* * * *

* * * *

* * যে মন্ত্রণা জেগে

ছিল কৈকেয়ীর মনে, ভরত করুক
রাজ্য ভোগ, সে কল্পনা চতুরতাময়।
রাবণ লঙ্কার অধিপতি, হরিলেন
সীতা রাজ্যেশ্বরী, ভেবেছিলা রাখিবেন
বান্ধি তায়, গৃহলক্ষ্মী, করিয়ে তাড়ন।
সে যে সতী, পতি তার অযোধ্যার পতি,
ভাবে নাই ক্ষণেকের তরে পাপ, হয়
নাই কলুষিত হৃদয়-মন্দির তাঁর ;
বিচলিত হয় কি কখন শুদ্ধচেতা
রমণীর মন ? অটল অচল প্রায়
মার্ত্তণ্ড যেমতি ধায় আবর্ত্তিয়া স্বীয়
কক্ষদেশ। কি আশ্চর্য্য, অগ্নিকুণ্ড হায় !
নয় কি লৌকিক আচরণ হে রাম ?
তুমি নাকি অন্তর্য্যামি, কি কাজ করিলে
লোকমাঝে, সাজে কি তোমার এ বিধান ?
তরঙ্গিণি ? এস মোর কাছে, ব্যাকুলিত

প্রাণ, কি জানি কি ভেবে সন্দেহ বাজিছে
প্রাণে ; মরমের অন্তরালে কি যেন কি
বাজিল, বুঝেনা অবোধ প্রাণ, কেন রাম
সাধিল একাজ। এসগো কল্পনা দেবি !
এস তুমি তরঙ্গিনী সাথ, বুঝাইয়া
বল, কিবা ধর্ম্ম করিলা পালন। ছিল
কি তাহার অভিপ্রায় শুধু সাধন
করিতে প্রজা প্রীতি ? হেন লয় মনে,
কোটী কোটী অশ্বমেধ ফল যে সত্যের,
সেই ধর্ম্ম করিতে স্থাপন, করিলেন
শ্রান্তিদূর জগতের, দুষ্কৃতি বিনাশে
অবতীর্ণ পৃথিবী মাঝারে। দেখালেন
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ; যবে পাপ রাহু, ক'রে
আচ্ছাদিত ভূমণ্ডল, গ্রাসে চন্দ্র কিরণ
প্রশান্ত, দেখিলেন তাহারই আভাষ
জগতের ; দেখিলেন সাধুদ্বেষী পতি

পৃথিবীর, করিলেন আহুতি প্রদান
সাধ্বী রমণীর পবিত্র হৃদয় খানি।
করোনা, করোনা, ভ্রান্তনর! কলুষিত
কভু গৃহিণীর হৃদয় মন্দির, যদি
দেখ আবরিছে, অসত্যের ছায়াজালে
অন্তর তাহার, কেড়ে নেও, পরিপূর্ণ
করোনা পৃথিবী, এ হেন দৃষ্টান্ত লয়ে।
তাই রাম করিলেন কাজ, করিলেন
লোকহিত কাজ, দেখালেন ধর্ম্মের
গরিমা। কোথায় সেই দিন আজি হায়!
কালের প্রবল স্রোতে ভাসায়ে নিয়েছে
রামরাজ্য, এবে কলি ঢলি ঢলি প'শে
হৃদয়ের অন্তরালে, পাগল করিছে
সবে। নাই রাম, শুধু কাম, পশিয়াছ হৃদে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মানব, নরনারী
জগতের! যদি ধর্ম্ম রাখিতে বাসনা,

হও আগুয়ান্, সত্য পালিবারে কভু
হ'ওনা কুপথগামী। যদি কভু ভ্রান্তি
বশে, হয়েছিল আবেশ তাহার, হও
সাবধান! প্রেমরাগে, গাও হরিনাম
ছেড়ে দেও অন্যকাম; নিষ্কাম হইয়া
হরি ভজ, যাহা কাম সকাম জগতে,
অনুসরি সংসারের কার্য্যে হও রত।
আর নারী তুমি, কি কাজ তোমার? তুমি
নাকি সংসারের ভেলা, পত্নীরূপা! তাই
জেনে আশ্রয় লইছে সবে, একে এক,
পতি পত্নি, আর যত আত্মীয় স্বজন
সকলই তোমার অনুগামী থাকিবে
সংসারে যতদিন, চলে যাবে আগে পিছে
কেন্দ্রীভূত তোমাতেই; তুমি যার সাথী
সেই পথী পথিক সুজন, কিন্তু হায়,
ভিন্ন গ্রন্থি যদি হও তুমি, ধর্ম্মগ্রন্থি

করিয়ে শিথিল, জগতে পতিত তুমি।
তোমার যা কাজ তাহা পণ্ড হয়ে গেল,
গেলে তুমি ভাসিয়া কোথায় ; জাননা
কি এজগৎ, বাঁধা এক অদৃশ্য রজ্জুতে,
ঘুরিতেছে অবিরত, কেন্দ্র এক জেন
দিবাকর। তাই জেন ধর্ম্ম সনাতন ;
পতি সেবা নারীকুল ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মের
অনুষ্ঠানে, জেগে উঠে মৃতপ্রাণে, পুনঃ
একাগ্রতা, হৃদে নিয়ে নব উৎস, পতি
হৃদে বান্ধিয়া হৃদয়, আর কানু হৃদে
ধরে, মজভক্তিরস ভরে, এই বিষ্ণু
ধর্ম্ম পরিচয় ; আর যত দেখ কিছু
সকলই কামনা হেতু, জেন এই
সংসার-রহস্য। প্রাণের হিসাব তাই
রেখো। নেও তরী ধীরি ধীরি আজি সহ
তরঙ্গিনী, স্বাধীনতা ধরি হৃদি মাঝে।

এস, আমিও তাহার ক্রোড়ে, লভি শান্তি
আজিকার তরে, বলিলাম্ মরমের
কথা, পিছে ভুলে যাই, পড়ে থাকি হায় !
আত্মহারা, জগতের একপ্রান্ত চেয়ে।

সমাপ্ত।

"প্রাণের হিসাব"।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ভূমিকা।

—:০:—

১। প্রথমখণ্ডে পাঠক সমীপে আমার যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা ফলবতী হইল কি না সহৃদয় পাঠকের বিবেচনা সাপেক্ষ। নিতি নিতি চয়ন করিয়া "প্রাণের হিসাব" দ্বিতীয় খণ্ড পাঠক সমীপে উপস্থিত করিলাম। বলিতে কি, দুই একটা কবিতা এই খণ্ডে লিখিয়া রীতিমত পাঠক সমীপে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়ের বল কিছু বাড়িয়াছে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকাণ্ড, তায়

কত রবি জ্বলেরে।
কেবা আঁখি মেলেরে॥

২। এই কবিতা গুলিতে যে পাঠকের মন আকৃষ্ট হইবে তাহা কে জানে। দুই একটী কবিতা আমার গভীর গবেষণাপূর্ণ। "আমার আত্মা" শীর্ষক কবিতায় আত্মার জন্ম সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়াছি তাহা নূতন কি না জানি না। কিন্তু দেখিলাম গীতায় আত্মাকে

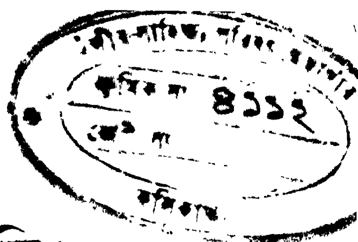
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আত্মার জন্ম হইতে

পারে, ইহার কেবল উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে, কি অবস্থায় তাহার কোনও মিমাংসা নাই। আমি তাহার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদুর যুক্তি সঙ্গত তাহা সাহিত্য জগতের আলোচ্য। আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু আমার প্রতীয়মান হইতেছে যে দেহ এবং আত্মা, পাত্র এবং তৎস্থিত জল এইভাবে অবস্থিত নয়। ইহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত ক্রিয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। অমর কোষে আত্মার একটী প্রতিশব্দ দেহ দেওয়া হইয়াছে। Philology তে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দের যেরূপ সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে তদ্রূপ আত্মা, দেহ, জীব, ইহাদের মধ্যে পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ দেখানও শব্দ পর্য্যায়ের একটী লক্ষণ। আর একটী লক্ষণ এই যে Evolution theoryর ঘাট মতে দেহের ক্রমোন্নতি বা ক্রমোবিকাশ দেখান। ফলতঃ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বে আত্মার সহিত দেহের যে সম্বন্ধ তাহা "প্রাণের হিসাব" তৃতীয় খণ্ডে একটী প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা রহিল। সম্প্রতি পাঠক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। অলমতি বিস্তরেণ।

বিণীত—

শ্রীউদয়চাঁদ রায়।



আমার ছবি।

—:০:—

ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ভাণ্ডার
সজ্জিত রয়েছে স্তরে স্তরে,
আমি যাহা দেখেছি তাহার,
সেই ছবি আঁকিনু হৃদয়ে।

বদ্ধদৃষ্টি আকাশের কায়,
নক্ষত্রের সুবর্ণের আভা,
শশিকর বিরাজে যাহায়
প্রসারিয়া আপন প্রতিভা।

যথা শচিপতি শোভা পায়,
উজলিয়া নন্দন কানন,
প্রস্ফুটিত পারিজাত তায়
নক্ষত্রের দীপ্তি সুশোভন॥

তরুরাজি ভূতলে শোভিছে,
তৃণরাজি পত্রে আচ্ছাদিয়া,
যথা প্রশাসিতা গৃহমাঝে
সন্তান সন্ততি বুকে নিয়া।

ভূধর, কান্তার, পারাবার,
পৃথিবীর প্রশান্ত মুরতি,
ক’রে স্বীয় মহিমা বিস্তার
মিশায়েছে জগৎ প্রকৃতি।

আমিত দেখেছি শত শত,
অবিরত ভ্রমেছি তাহায়
আকর্ষণ করে নাই চিত
কি কঠিন এ হৃদয় হায়!

আকিয়াছি বহুদিন চিতে
তটিনীর ছবি মুগ্ধ কর,
হায়! এবে বড়ই সন্তাপ,
গেল ভেসে শান্তির আকর।

গলেনা হৃদয় এবে আর,
জাগেনা জাগেনা সেই ভাব,
কি যেন কে ঢাকিয়াছে মোর
হৃদয়ের যা কিছু বিভব।

আমার এ ছবি খানি নিয়ে
উলটি পালটী দেখি নিতি,
প্রাণের হিসাব তায় দিয়ে
লাভালাভ হৃদয়েতে গাথি।



আমার ভাষা।

—:•:—

আরত পারিনা বলিতে
আমার ভাষায়।
কি যে কি ভাবনা আমার
হৃদয় মাতায়॥

যা কিছু বিষয় ভাবনা
বলেছি সবায়।
ভাষায় লিখিয়া দিয়াছি
আগায় গোড়ায়॥

কখন হয়নি অভাব
ভাষার গাথনি।
সরল বিরল যেমতি
তেমতি লিখেনি॥

মরমে যাতনা সকল
পারে কে বলিতে?
তোমার আমার যা ভাষা
রয়ে যায় চিতে॥

আমার বাসনা।

—:•:—

বহুদূর এসেছি চলিয়া
জীবনের স্রোতে।
কত আশা পুষেছি বিরলে
জীবনের ব্রতে॥

পারি নাই তোষিতে তাহায়
ভুলে গেছি সব।
পরিণাম ভাবি নাই তার
সব অসম্ভব॥

বুঝে নেও ভ্রমরের মতি
ফুলে ফুলে যায়।
মধুচক্র করিয়া নির্ম্মাণ
গরিমা বাড়ায়॥

৬

মানব ! তুমিত নও কীট

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে।

জীবনের একলক্ষ্য থুয়ে

মরিবে ভ্রমিয়ে ॥

আমার বাসনা কভু নহে

শাখে শাখে পাখী।

তরী টুকু বেয়ে নিব তথা

লক্ষ্য স্থির রাখি ॥



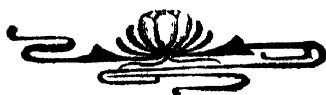
আমার গীত।

—:○:—

আমার গান, নাই তান মান,
মিশেনা যন্ত্রের তানে।
আমার গান, অন্তরের টান,
মিশে শুধু নিজ প্রাণে॥

আমার গান, ধরেনা সুতান
সভায় শোভে না কভু।
আমার গান, না জাগায় প্রাণ,
গাইবার আশা তবু॥

আমার গান, জেগে উঠে ক্ষণে
যখন তখন মনে।
আমার গান, বান্ধিয়া রাখিনা
হৃদয়ের কোণে॥



আমার মন।

—ঃ০ঃ—

মন ! কি বেশে সাজিছ নিতি নিতি,
বল, কি বেশে ভ্রমিছ দেশে, দেশে,
কি প্রভাব করিছ বিস্তার,
তোমার রাজ্যেতে বসে বসে ?

তুমি, যবে ছিলে বা না ছিলে বদ্ধ
এক, পিঞ্জরায় কিনা কি ভাবে,
জানি নাই কি গতি তোমার,
তার পর হবে বা না হবে।

তুমি, বাহিরিলে বালকের বেশে
দেখে শিখিলে অনেক রীতি নীতি ;
চালায়েছ আপনার পথ
যে, যে ভাবে গড়ে তব মতি ॥

তুমি, প্রতিষ্ঠা করিলে যুবরাজ্য,
পরে, পাইলে সন্ধান কোন পথে
ভ্রমি অর্হনিশি উতরিবে
স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা লভিতে।

তাই, রাজ্য করিলে স্থাপন এবে
আমি দেখিলাম তায় ক্রমে ক্রমে ;
বিস্তার করিছ নিতি নিতি,
এ দিগ ও দিগ ভ্রমে', ভ্রমে'।

এস, খুজে দেখি কি ধন সঞ্চয়
আজি, করিলে ভাণ্ডারে যশ, মান ;
কেমনে করিছ রাজ্য ভোগ
গাইব তোমার যশো গান।

আর,	যাহা কিছু জ্ঞান ও বিজ্ঞান
তুমি,	আয়ত্ত করেছ একে একে,
	সে সব তোমার নিকেতনে
	রাখিয়াছ যত্নে লিখে লিখে।

যদি,	শিখিয়াছ, দেখিয়া ভ্রমিয়া
ক্ষুদ্র	ভূভাগের থেকে এক প্রান্তে ;
	শিখিলে অনেক নাম ধাম,
	উলটি পালটি কত গ্রন্থে।

আর,	যতেক দেখেছ ভূভাগের,
তাহা,	তোমায় শিখালে কি প্রকার,
	সুশোভিত রেখেছে আলয়,
	হেথায় সেথায় আপনার।

দেখে, জ্ঞানলাভ লভিলে বিশেষে
কি যে, জগতের অদৃশ্য ভবনে,
রয়েছে সাজিয়া ভরপুর
আঁকিলে তাহার চিত্র মনে।

তার, সপ্রমান ইতিহাস নিয়া
তুমি, খুজিয়া করিলে সযতনে,
গড়িলে যে বিশেষ করিয়া
তাহার প্রতিমা মনে জেনে ॥

থেকে, তাই রাজ্য মাঝে আপনার,
তুমি, ভ্রমিলে অনেক দেশে জনে,
করিলে প্রসার ক্রমে ক্রমে
স্বরাজ্যের তেমতি ভূষণে।

তুমি, দেখে শুনে শত শত বীর
যাঁরা, আলোক ধরেছে পৃথিবীর,
আলেখ্য ধরিলে সযতনে,
জ্বালাইলে জ্ঞানের প্রদীপ।

তুমি, সে আলোকে প্রকাশিলে রাজ্য
তব, যশের সৌরভ বুকে নিয়ে।
আপনার অঙ্গের ভূষণ,
বাড়াইলে যতেক তা দিয়ে॥

পুনঃ, সে আলোকে বুঝিলে যে তত্ত্ব
তুমি, কি যন্ত্রের সাহায্য লইয়া,
এ নিখিল জগতের যাহা,
আবিস্কার করিছ ভ্রমিয়া।

সে যে, মন, দেহ, দুয়ে সখ্যভাবে
থেকে, শাসিত করিছে বক্ত্যাবক্ত,
একের অঙ্গের সুবিকাশে,
অন্যের বিকাশ প্রবিভক্ত ॥

আছে, সত্ত্বা সত্ত্ব, রজঃ গুণে তমঃ
তব, তাই নিয়ে নিরমিত দেহ ;
আর তিন আছে তায় লয়
ইচ্ছা, অনুভূতি কর্ম্মাবহ ॥

তুমি, ভ্রমণ করিছ তব রাজ্যে
উঠে, মরুতগতি কামনা রথে ;
পাইলে যথায় পরিচয়
বান্ধিয়া রাখিলে তারে সাথে।

তুমি,　সাধিয়াছ আরোহিয়া রথ
সেই,　যত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রাজ সেবা,
　　সে সব তোমার স্বরাজ্যের,
　　চিহ্নিত করিল প্রান্ত সীমা।

কভু,　ধর্ম্মের তরঙ্গে অনাবিল,
ডুব,　কর্ম্মফল পাইতে তাহার,
　　অলঙ্কার সে সব তোমার,
　　মোক্ষলাভ পরিণাম তার।

মন !　তোমার যে স্বরাজ বিস্তর
কেন,　স্ববশ করনা একে একে,
　　আরও তব বাড়িবে গরিমা
　　সাধ, যাহা কাজ সুখে দুঃখে ?



আমার প্রেম।

—:০:—

কে তুমি গো এ মোহন বেশে,
শাসন করিছ ধরা ?
মানবের কঠিন হৃদয়ে,
ঢালিছ সুধার-ধারা ॥

যে যখন আসে তব কাছে,
অমনি ঘেরিয়া ধর !
শান্তির সুধারা দিয়ে তায়,
পরাণ শীতল কর ॥

মর্ম্ম ভেদী দুঃখের কাহিনী,
সদা জাগে যার প্রাণে।
আশ্বাসিয়ে বুঝাও তাহারে,
আপন আলয়ে এনে ॥

তুমি থাক লুকায়ে আপনা,

সব মানব হৃদয়ে।

সুযোগ পাইলে বাহিরাও,

আপনার বাহু প্রসারিয়ে ॥

শিখাও মানবে কি প্রকারে,

তোমায় সাধিবে নিতি।

পুত্র, দারা, ভাই বন্ধু মাঝে,

দেখাও তাহার রীতি ॥

পাইলে যখন পরিচয়,

তোমার পীযূষ বাণী

বেষ্টিত করেছে একে একে,

গৃহে সবার পরাণী ॥

ধীরি ধীরি প্রসারিলে বাহু,
উষা শেষে যথা রবি।
বেষ্টিলে আবার নবরাগে,
জনপদ ও পৃথিবী ॥

দেখিলে কাঁদিছে গৃহপাশে,
কে যে কিবা শোকোচ্ছ্বাসে।
আর্দ্রীভূত হইল হৃদয়,
আনিলে তাহারে বশে ॥

ছুটিল তোমার স্রোত দ্বারে,
সবাকার অবারিত।
যে তোমায় পেয়েছে যখন,
প্রবোধ দিয়েছে চিত ॥

তাই কত দেশ দেশান্তর,
তোমার শাসিত সব।
তুমি যে গো হৃদয়ের রাণী,
অসীম রাজত্ব তব॥

তোমার শাসন নিরুপম,
তায় বেঁধে রাখে হিয়া।
প্রবাল প্রতাপ ষড়রিপু,
বাঁধিতে কি পারে তাহা?



আমার আত্মা।

—:০:—

(১) আত্মার অবস্থা।

কোথা হ'তে এলে, কোথা চলিছ আপনা
কোন্ ব্রত সাধিবার তরে।
ব্যাকুল হৃদয়, তাই বলনা আমায়
কেন তুমি ভ্রমিছ সংসারে ?

তুমি নাকি ভ্রম, অমর হইয়ে হেথা,
আত্মায় আত্মায় ঘুরে ঘুরে।
মানবের মত, দেখি তোমার জীবন,
শৈশব, যৌবন, বৃদ্ধস্তরে॥

এ সব রহস্য, আমি জানি নাই তব
কভু ধর্ম্মতত্ত্ব উদঘাটনে।
জানি যে তোমার, বিনির্ম্মুক্ত জন্ম, জরা,
পরিণতি নাই ত্রিভুবনে॥

পরমাত্মা তরে, তুমি তোমায় শাসিছ
জিনীতে এ সংসার সংগ্রাম।
রেখেছ প্রহরী, দ্বারে সংযম বিবেক
যাহে নিয়ে হইবে সকাম॥

—·—

(২) জন্ম।

—:০:—

পুরাণের তত্ত্ব, জানি মেদিনী সম্ভূত
মধুকৈটবের মেদ হ'তে।
ক্ষিতি অপ্ তেজ, পুরিয়া মরুৎ ব্যোমে
অণ্ডাকৃতি হ'ল যেই মতে॥

মানবের দেহে, তুমি আশ্রয় লইলে
আকাশে ভ্রমিয়া অনুক্ষণে।
পাইয়া তোমার, এক অনুরূপ আধার
আশ্রয় লইলে তার সনে॥

জড় জগতের, যথা তাড়িত ক্রিয়ার
সংমিলন হয় সমগুণে।
তেমতি তোমার, দেখি ভ্রমণ ব্যাপার
রহিত করিলে ক্রমে ক্রমে॥

পুরুষের সনে, অন্যা প্রকৃতির গর্ভে
প্রবেশ লভিয়া সংমিলনে।
পুরুষের তেজ, সেই প্রকৃতির সনে
রহিল আবৃত উল্লসনে॥

প্রকৃতিতে ধরি, তেজরাশি সেই মতে
মেদে দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
অণ্ডাকৃতি ধরি, তুমি রহিলে তথায়
ক্রমে দেহ করিয়া পোষণ॥

সময়েতে তুমি, পরিহিত নব বস্ত্র নিয়া
বাহিরিলে আপনার কাজে।
সে বেশ ধরিয়া, উত্তরিলে নিতি নিতি
আপনার কর্ম্মভূমি মাঝে॥



(৩) আত্মার পরিণতি।

—:০:—

তোমার যা ব্রত, এ নহেত সংসারের কভু
বিষয় ভাবনা চিরতরে।
তোমার যে ব্রত, যবে পশিলে নূতন দেহে
সেই পরমাত্মা লভিবারে ॥

শৈশবের দ্বারে, তুমি আছিলে এ গৃহ মাঝে
যেন পাশরি আপনা ধ্বনি।
সুষুপ্তির কোলে, সুপ্ত বুঝি ছিলে মোহ বশে,
ধীরে ধীরে জাগিলে অমনি ॥

বহিল তোমার, রাজ্যে বিবেকের স্রোত ক্রমে,
তাই ধরিলে আপন তান।
চালাইলে রথ, সারথি করিয়া মনোরথ
উতরিলে যথায় যৌবন ॥

যে তোমায় দিল,　ধন রত্ন বিচিত্র ভাণ্ডার
রাশি রাশি পাথেয় ধর্ম্মের।
ধর্ম্ম কর্ম্ম রাজ্য,　উভে স্থাপন হইল
সম্বল করিলে এ জন্মের ॥

সাধিবারে ব্রত,　উতরিতে ভব-পারাবার
বুঝিলে তোমার জন্ম কথা।
চিন্ত অহর্নিশি,　কেমনে হইব লীন, সেই
ভিন্ন আত্মা পরমাত্মা যথা ॥

এ পিঞ্জর মাঝে,　যাপিলে সুদীর্ঘকাল ধরে
দেহতরী সংসারে ভাসিল।
ষড়রিপু বশে,　কভু প্রবল ঝটিকা বহে
সিন্ধু বক্ষে তরঙ্গ উঠিল ॥

তরী টলমল, হায় ! গেল ডুবে সিন্ধুতল
শ্রম তব বিফল হইল।
জীর্ণতরী ছাড়ি, উঠিলে ত্বরায় অন্বেষণে
তেজ-পুঞ্জ আকাশে ভ্রমিল ॥

জন্মিবারে পুনঃ, ঘুচিল না নিয়তি তোমার
সুক্ষ্মদেহ ধরিলে আবার।
বিধির নির্ব্বন্ধে, আশ্রয় লইলে অনন্তর
স্থুল দেহ এ বিশ্ব মাঝার ॥

প্রাক্তন সংস্কারে, অগ্রসর হইলে এবার
ধর্ম্মরাজ্যে দীর্ঘ পথ ভ্রমি।
পাইলে চেষ্টায়, পরমাত্মা আত্মায় তোমার
জীর্ণ দেহ ত্যজিলে অমনি ॥



বল কি দিবে আমায়।

—ঃ০ঃ—

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?
হৃদয় খুলিয়া দেখনি আমার
কি যে অন্তরের টান,
বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?
তুমিত কখন দেওনি আমায়
ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্থান,
বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?
বুঝায়ে বলনি কারো কাছে
কেন হ'য়েছ পাষাণ,
বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বান্ধনি কখন হৃদয় আমার

মিশালেনা প্রাণে প্রাণ

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

সোহাগের ডালি ধর নাই হৃদে

ধরিলে না প্রেমগান ;

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বাড়ালেনা সুখ সুখের তরঙ্গে

সুখে সুখ করি দান ;

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?
শোকের লাঘব করিলে না কভু
শোকে ধরি শোক প্রাণ ;
বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?
আমি যে রাখিব বিপদে আপদে
দিয়ে আত্ম বলিদান
বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?
যা কিছু আমার দিলাম তোমায়
দিলেনা ফিরায়ে দান ;
বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

ভাবিলে না কভু চরম তোমার

হায় ! সেই ভগবান ;

বল কি দিবে আমায় প্রতিদান ?

ইন্দ্রজাল।

—:০:—

ভ্রমিলাম দেশ দেশান্তর,

অদ্ভুত রচনা জগতের

দিল হৃদে আনন্দ অপার ;

মন প্রাণ হল সুশীতল।

সারাদিন ভ্রমিনু এ বেশে
মাস দিন বরষ বরষে।
ফুটিয়া উঠিল জ্ঞানরাশি
ফিরিনু এদেশে অবশেষে॥

দিন গেল নিশির আবেশে,
লভিলাম শান্তি আপনার।
ভুলিলাম ছবি জগতের,
নিদ্রাদেবী ভজিয়া বিশেষে॥

কেন আসে কেন যায় ফিরে
হৃদে মোর পেলেনা সে স্থান,
হৃদিপটে জাগিল আমার
নানা চিত্র নিজ গৃহ তরে।

জগতের শোভা অনুপম,
কোটী কোটী রজতের আভা,
অন্তরেতে নির্ব্বাপিত এবে,
কিসে তার জন্মাইল ভ্রম ?

কেন এবে জাগিল সে ছায়া
নাই যার তিলেক সুবেশ,
এযে মায়া ইন্দ্রজালে ঢাকা,
বিজিত করিল মোর হিয়া।

ইন্দ্রজালে বেষ্টিত এ ভূমি
মায়ারূপী আত্মার ভাবনা,
ইন্দ্রিয়ের গতি মুগ্ধ তাই ;
তাই গৃহে বদ্ধ আমি তুমি।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর ক্রিয়া
মুহূর্ত্তে জন্মাতে পারে তাহা,
পদার্থের গুণাগুণ সব
ইন্দ্রজালে আছে আবরিয়া।

নাইকি জগতে শোভা কোন ?
আমার আশ্রয় তোমার তা নয়,
লয়লা মজনু উপাখ্যান,
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহা জেনো।

এই ইন্দ্রজাল নহে লীন
অসত্যের চতুরতা মাঝে,
হায় ! মানবের কৃত্রিমতা
ইন্দ্রজাল বড়ই ভীষণ।

এ ক্ষেত্রের যে ঐন্দ্রজালিক,
লোভ ব্যাধ সম জেনো তারা ;
বিষয় বিপিনে অর্হনিশ,
ফাঁদ পাতি রাখে দুর্নৈতিক।

সিদ্ধকাম হইতে প্রয়াস
অনৃত ভাবনা হৃদে ধরে,
সদাই সাজায় নানা রঙ্গে,
তায় দিয়া সত্যের আবেশ।

বিষয় ভাবনা নিয়ে মনে
কতই খেলায় চারি ভিতে,
যাদুকরগণ ধরে যথা
সর্প বিষধর বাঁশী গানে।

উপারিয়া বিষদন্ত তার
নাচায় যে নর্ত্তকীরবেশে
অর্থলাভ সিদ্ধকাম হ'য়ে
লভে মর্ত্তে আনন্দ অপার।

অধর।

—ঃ০ঃ—

আধ আধ হাসি, অধরের কোণে,
আমি ধরিতে না পারি।
কি বিষম দায়, একি অপরূপ!
কেন পাশরিতে নারি॥

অমিত আভায়, প্রকাশিল আস্য,
যেন চন্দ্রমা কিরণ।
নয়নে নয়নে, ফুটিল যে আভা,
যেন পঙ্কজ শোভন॥

অধরের রাগ, যেন কোকনদ,
সরোবর করি আলা।
শুভ্ররদ শ্রেণী, ভাতিছে তাহার
তরঙ্গের বীচিমালা॥

অনিল তাহায়, প্রেম প্রস্রবণ
ঢেউ খেলে প্রাণে প্রাণে।
রচিল যে বিশ্ব, তাহার মহিমা
জেগে গেল মনে মনে॥

ধরনা অধর, থাকুক ফুটিয়া,
উদ্যানের একপ্রান্তে।
ঝরিয়া পড়িলে শোভিবে না কভু
যথা শোভে একবৃন্তে ॥

এ হাসিত নয়, মানবের বশ
ফুটে মুদে ক্ষণে ক্ষণে।
ধরিলাম তাই হৃদয়ের মাঝে
ধরিব সে বিশ্ব-প্রাণে ॥



ঐহিক আশা।

—:০:—

ঐহিক আশার নাহি কোন বেশ।
যে বেশে সাজাও নাই দুঃখ লেশ॥
সে আশার ছায়া ধরে অকস্মাৎ।
মায়াবিনী বেশ, ভুলায় জগৎ॥

যেই পথ দেখে তাই অনুসরে।
যথা লতা ধরে মহীরুহ ঘেরে॥
কুজ্ঝটিকা যদি হৃদে তার ছোটে।
ম্রিয়মান প্রায়, ভূমিতলে লুটে॥

কেন গো তোমার এই পরিণাম।
জানেনা মানব তোমার সম্মান॥
আশায় সুবেশে সাজাতে জানে না।
ঘেরিয়ে তাহায় হৃদয়ে রাখেনা॥

পারে না কি তরু ধরিতে লতায়,
শাখে শাখে বান্ধি আবরিয়া কায়?

সুরমা।

—ঃ০ঃ—

প্রথম সুর (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ অবলম্বনে)।

আমি দেখেছি তোমায়, সুরমে! তথায়,
দেখি নাই পুনঃ।
দেখিব বলিয়া রহিল জাগিয়া স্মৃতি
হৃদাকাশে কেন ?

——০——

তোমার কল্লোলে ঢালিয়া দিয়াছি অঙ্গ
কতদিন সুখে।
উপনীত যবে বাষ্প পোত বিদারিয়ে
তব শুভ্র বক্ষে ॥

——০——

যেন নিতি নিতি রাখিতে তোমার মান
এসে তব তীরে।
শত শত কণ্ঠে বাজাইয়া ভেরীতার
ধুলি নিলে শিরে ॥

——০——

দিয়েছ সম্পদ, তাহায় বিস্তর তাই
এসে তব পাশে।
নরনারী সবে দেখালে তোমায় প্রীতি
লভিবার আশে॥

ঢালিয়া দেয়েছি অঙ্গ কত রঙ্গে ভঙ্গে
তোমার সলিলে।
ছাড়ি নাই কভু পূজিতে তোমা যত
দেবতার কুলে॥

তোমারই তীরে সুরমে গো কাটায়েছি
সুদীর্ঘ জীবন।
ভালবাসা অন্তরের, দয়ার মহিমা
শিখেছি তেমন॥

কত উচ্চ আশা, বল, হৃদয়ের তুমি
দিয়েছ আমায়।
তাই আজি মম, বাসনা হৃদয়ে পুনঃ
দেখিতে তোমায়॥

সুরমা।

—ঃ০ঃ—

(দ্বিতীয় স্তর)।

কি কাজ দেখিয়া,   বান্ধিনু যে হিয়া
স্মৃতিপথে আঁকিয়া সে ছবি।
যেন পুনরায়,   বহিছে হেথায়
সুরমার সুরম্য প্রকৃতি॥

মিলি বন্ধুসনে,   চালায়েছি যবে,
উত্তাল তরঙ্গে ধীরে ধীরে।
তরী রঙ্গ-ভরে,   আপনা পাশরে,
হেলে দুলে সুমন্দ হিল্লোলে॥

যবে নত শিরে,   তোমার এ জলে,
দেখেছি আপন প্রতিকৃতি।
শত শত চিত্র,   বিচিত্র বিচিত্র,
আঁকিয়া রেখেছ তায় দেখি॥

পাখিটী উড়িলে, অমনি ধরিয়ে
আবদ্ধ করিছ হৃদি'পরে।
মরালের গতি, ভাসে নিতি নিতি
উলটিয়া তব জলে॥

অনন্ত আকাশ, করি পরকাশ
রেখেছ বান্ধিয়া পৃষ্ঠদেশে।
হেন লয় মতি, যেন শয্যা পাতি
লভিছ বিরাম সবিশেষে॥

আহা কি সুঠামে, সান্ধ্য সমীরণে
ঢেউ তব খেলিছে হৃদয়ে।
তারকা নিচয়, যেন পুষ্পচয়
ফুলশয্যা তাহায় রচিয়ে॥

বিশ্রাম লভিতে, মধুর নিশিতে
আগে ভাগে পাতিলে তাহায়।
শশধর আসি, প্রসারিয়ে রশ্মি
আলোক ধরিল বুঝি তায়॥

লভ শান্তি তুমি, স্থরমে গো আমি
চলিলাম হইয়ে বিদায়।
এ চিত্র তোমার, হেরিব আবার
বেঁচে যদি থাকি এ ধরায়॥

সমাপ্ত।